দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 APR 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৩টি ছাত্রাবাসে তল্লাশী ॥ ষ্টেনগান রিভলবার পিস্তল উদ্ধার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ঢাকা মহানগর পুলিশ গতকাল (শনিবার) ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি হল তল্লাশী চালায়। মন্টু সমর্থিত ছাত্রলীগের (মি-ল) দুর্গ বলিয়া পরিচিত জহুরুল হক হল হইতে ১টি ষ্টেনগান, ২টি রিভলবার, ১টি পিস্তল, ৪৮ রাউন্ড গুলী, একটি টেলিফোন সেটসহ ৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। অপর দুইটি হল যথাক্রমে এস,এম ও জগন্নাথ হলে কিছুই পাওয়া যায় নাই। জহুরুল হক হলে গ্রেফতারকৃতরা হইল, বিশ্বজিৎ, সাইদুর রহমান, আবদুল মতিন, হাবিবুর রহমান ও তরিকুল ইসলাম। তাহারা সকলেই ছাত্রলীগের (মি-ল) কর্মী। ছাত্রলীগ (মি-ল) নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন গুলীবিদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে মহানগর পুলিশের একটি বিরাট দল গতকাল ভোরে একযোগে ৩টি হলে তল্লাশী শুরু করে। জহুরুল হক হলের ৩০৩ নম্বর কক্ষ হইতে ১টি পিস্তল, দুইটি ম্যাগজিন; ১৯ রাউন্ড তাজা গুলীসহ বিশ্বজিৎ (শেষপৃঃ দ্রঃ)

৩টি ছাত্রাবাসে

(১ম পৃঃ পর)

ও সাইদুর রহমানকে, ৩১০ নম্বর কক্ষ হইতে একটি ষ্টেনগান, ১৪ রাউণ্ড গুলী, একটা ম্যাগাজিন সহ আবদুল মতিন ও হাবিবুর রহমানকে এবং ৩০১৬ নম্বর-কক্ষ হইতে একটি বিদেশী রিভালবার, ৯ রাউণ্ড গুলী সহ তরিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। একই সময়ে হলের উত্তর পার্শ্বের ড্রেন হইতে একটি বিদেশী রিভলভার ও ষ্টেনগানের একটি ম্যাগাজিন ৬ রাউণ্ড গুলী, ১টি টেলিফোন সেট সহ নানা প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। প্রায় ২ ঘন্টা ধরিয়া তল্লাশী অভিযান চালানো হয়।

গতকাল ক্যাম্পাসের পরিবেশ থমথমে ছিল। দুপুরে কলাভবনে একদল সশস্ত্র তরুণ কর্তৃক ছাত্রলীগের (ম-ই) নান্টু ও দেবদুলাল নামে দুইজন কর্মী প্রহৃত হয়। এই সময় এলাকায় আতংক দেখা দেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটাছুটি শুরু করিয়া দেয়। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়।

মোয়াজ্জেম হোসেনকে গুলীবিদ্ধ করার প্রতিবাদে মন্টু সমর্থিত ছাত্রলীগ (মি-ল) গতকাল (শনিবার) অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে বলা হয়, শেখ হাসিনার মদদপুষ্ট ছাত্রলীগের (ম-ই) সন্ত্রাসীরা সুপরিকল্পিতভাবে মোয়াজ্জেম হোসেনের উপর গুলী বর্ষণ করে। তাহারা চায় না শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকুক। সমাবেশে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অন্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আপত্তিকর শ্লোগান ধ্বনিত হয়। সাখাওয়াৎ হোসেন সাকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মিজানুর রহমান আরজু, মাসুম আহমেদ, আবু তাহের, চৌধুরী মাহবুবুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশের পূর্বে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়।

এদিকে ছাত্রলীগ (ম-ই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির অফিস কক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক পংকজ নাথ বলেন ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ভবন নির্মাণ কাজের চাঁদার ভাগ বাটো য়ারাকে কেন্দ্র করিয়া দ্বন্দ্বের জের হিসাবে ছাত্রলীগের (মি-ল) কর্মীরাই মোয়াজ্জেম হোসেনকে গুলী করিয়াছে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসের যেকোন নির্মাণ কাজের শতকরা দুই শতাংশ চাঁদা হিসাবে ব্যয় হয়।

ক্যাম্পাসে বর্তমানে কয়েক কোটি টাকার নির্মাণ কাজ চলিতেছে। চাঁদার ভাগ-বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করিয়া মন্টু সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ইহার পরিণতিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় মোয়াজ্জেম গুলীবিদ্ধ হইলেও সুপরিকল্পিত ভাবে এই ঘটনায় ছাত্রলীগকে (ম-ই) দায়ী করা হইতেছে। পংকজ অবিলম্বে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার আহ্বান জানান।

ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও তাহাদের জোট গতকাল পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। ছাত্রলীগের (ম-ই) সভাপতি মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহীম এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, অতি সম্প্রতি চাঁদার টাকা ভাগা-ভাগিকে কেন্দ্র করিয়া বাদল হত্যাকারীদের দুই গ্রুপ মাসুম গ্রুপ ও মোয়াজ্জেম গ্রুপের দ্বন্দ্বের জের হিসাবে মোয়াজ্জেম গুলীবিদ্ধ হয়। বিবৃতিতে এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবী করা হয়।